HSC

একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ

টপিক - ০১

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১ - সমাজবিজ্ঞানের ধারণা ও প্রকৃতি

টপিক ০১ - সমাজবিজ্ঞানের ধারণা ও প্রকৃতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজবিজ্ঞানের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানের জনক ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী **অগাস্ট কোঁৎ (Auguste Comte)** ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তার 'Positive Philosophy' গ্রন্থে সর্বপ্রথম Sociology (সমাজবিজ্ঞান) শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি সমাজবিজ্ঞানকে একাধারে 'সামাজিক স্থিতিশীলতা ও গতিশীলতার বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করেন। এরপরই আলাদা বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয় এবং সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

সমাজবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Sociology' যার উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ Socius এবং গ্রিক শব্দ Logos-এর সমন্বয়ে। ল্যাটিন Socius শব্দের অর্থ সঙ্গী (Companion)। যেহেতু সঙ্ঘবদ্ধ জীবননির্ভর করে সমাজ গড়ে ওঠে তাই Socius-এর ভাবার্থ সমাজ এবং গ্রিক শব্দ Logos অর্থ জ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান। সুতরাং উৎপত্তিগত অর্থে বলা যায়, যে বিজ্ঞানের মূল বিবেচ্য বিষয় 'সমাজ সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান' তাকেই বলা হয় Sociology বা সমাজবিজ্ঞান। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান হলো সমাজ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

সমাজবিজ্ঞানের ধারণা

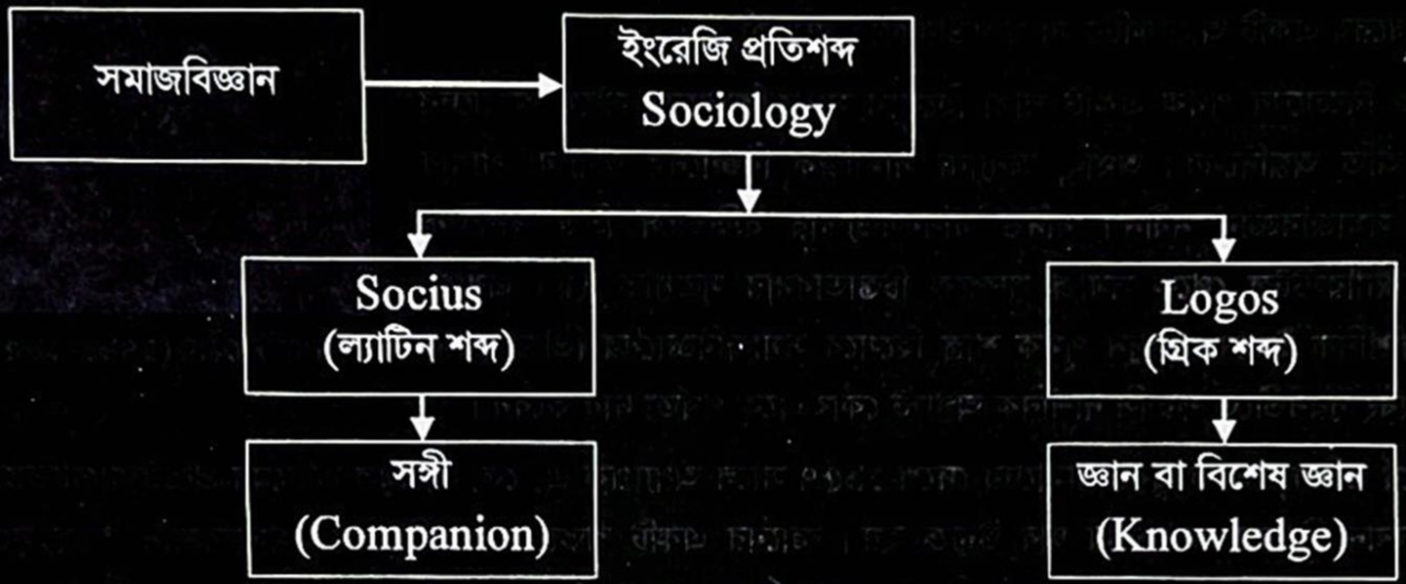

সাধারণ অর্থে বলা যায়, যে শাস্ত্র সমাজের মানুষের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, আচার-আচরণ, রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস, প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়ন করে তাকে সমাজবিজ্ঞান বলে। অন্যভাবে বলা যায়, বিজ্ঞানের যে শাখা মানবাচরণ ও সমাজসম্পর্কে পঠনপাঠন এবং গবেষণা করে তাই সমাজবিজ্ঞান।

সমাজবিজ্ঞানের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানের সর্বজনস্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। সেই প্রয়াসের আলোকেই নিচে সমাজবিজ্ঞানের কিছু বস্তুনিষ্ঠ সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো—

- **লেস্টার ফ্রাঙ্ক ওয়ার্ড এবং উইলিয়াম গ্রাহাম সামনার (Lester Frank Ward and William Graham Sumner)** মনে করেন, "সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজের বিজ্ঞান।" (Sociology is the science of society)। এ সংজ্ঞাটিতে সমাজের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এতে একই কথা ঘুরিয়ে বলা হয়েছে যে, সমাজের বিজ্ঞানই সমাজবিজ্ঞান। সংজ্ঞাটি সংক্ষিপ্ত কথায় বলা হলেও এটি ব্যাপক অর্থবোধক।
- সমাজবিজ্ঞানী **এমিল ডুর্খেইম (Emile Durkheim)**-এর মতে, "সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান।" (Sociology is the science of social institutions)। ডুর্খেইম এ সংজ্ঞাটিতে শুধু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ওপর জোর দিয়েছেন। ফলে এটি অপর্যাপ্ত বলে মনে হয়।
- সমাজবিজ্ঞানী **কোভালেভস্কি (Kovalevsky)**-এর মতে, "সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক সংগঠন এবং সমাজ পরিবর্তনের বিজ্ঞান।" (Sociology is the science of social organization and social change)। এ সংজ্ঞাটিতে সংগঠন ও তার পরিবর্তনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সংজ্ঞাটির সাথে আমরা সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অগাস্ট কোঁৎ-এর (Auguste Comte) সংজ্ঞার মিল খুঁজে পাই। কোঁৎ-এর মতে, "সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ওইসব প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতা সম্পর্কে আলোচনা করে।"

সমাজবিজ্ঞানের ধারণা

- সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber)-এর মতে, "সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও কার্যাবলির পাঠ।" (Sociology is the Study of Soical Action)। ম্যাক্স ওয়েবার তার এ সংজ্ঞাটিতে 'সামাজিক ক্রিয়া এবং ওই ক্রিয়ার কার্যকারণ সম্পর্কের' ওপর জোর দিয়েছেন। সংজ্ঞাটিকে যুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক চেতনার ফল বলা যায়।
- সমাজবিজ্ঞানী পার্ক (Park)-এর মতে, "সমাজবিজ্ঞান হলো মানবগোষ্ঠী বা সমষ্টির আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।" (Sociology is the science of collective behaviour.)। পার্ক-এর এ সংজ্ঞাটিতে 'গোষ্ঠী আচরণের' ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ডুর্খেইমের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও গোষ্ঠী আচরণকে বড় করে দেখা হয়েছে। তবে পার্ক-এর এ সংজ্ঞায় ব্যক্তি আচরণকে উপেক্ষা করা হয়েছে।
- সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ন ও নিমকফ (Ogburn and Nimkoff) তাঁদের 'A Hand Book of Sociology' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক জীবনের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন।" (Sociology is the scientific study of social life.)।
- উইলিয়াম পি. স্কট (W. P. Scott) তার 'Dictionary of Sociology' গ্রন্থে বলেন, "সমাজবিজ্ঞান হলো মানুষের সামাজিক আচরণের বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ।" (Sociology is the scientific study of human social behaviour.)।
- সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার এবং পেজ (MacIver and Page) তাঁদের 'Society' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "সমাজবিজ্ঞানই একমাত্র বিজ্ঞান যা সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।" (Sociology alone studies social relationships themselves and social itself.)।

সমাজবিজ্ঞানের ধারণা

- অধ্যাপক মরিস জিনস্‌বার্গ (Moris Ginsberg) বলেন, "ব্যাপক অর্থে সমাজবিজ্ঞান আন্তঃমানবিক কার্যপ্রক্রিয়া ও পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের অবস্থা ও ফলাফল সম্পর্কে পাঠ করে।" (In the broader sense, sociology is the study of human interactions and in the relations and consequences.)।
- অধ্যাপক ডেভিড পোপেনো (Prof. David Popenoe) তার 'Sociology' গ্রন্থে বলেন, "সমাজবিজ্ঞান হলো সমাজ ও সামাজিক আচরণের সুশৃঙ্খল ও বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়ন।" (Sociology is the systematic and objective study of society and social behaviour.)।
- সমাজবিজ্ঞানী আর. টি. শেফার (R. T. Schaefer)-তাঁর 'Sociology' নামক গ্রন্থে বলেন, "সমাজবিজ্ঞান মানবগোষ্ঠী এবং সামাজিক আচরণের সুশৃঙ্খল বা নিয়মতান্ত্রিক পাঠ।" (Sociology is the systematic study of social behaviour and human groups.)।
- অধ্যাপক নেইল জে. স্মেলসার (Prof. Neil J. Smelser) তার 'Sociology' গ্রন্থে বলেন, "সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে এমন একটি অভিজ্ঞতা বা গবেষণানির্ভর বিজ্ঞান যা সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।" (Sociology is an empirical science that studies society and social relations.)।
- সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস (Giddings)-এর মতে, "সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সামাজিক ঘটনাবলির বা প্রপঞ্চের বিজ্ঞান।" (Sociology is the science of social phenomena.)। গিডিংস-এর এ সংজ্ঞাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ তিনি সামাজিক ঘটনাবলি বা প্রপঞ্চের ওপর জোর দিয়েছেন।

সমাজবিজ্ঞানের ধারণা

- সমাজবিজ্ঞানের উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর সার্বিক বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান হলো—
  - (i) সমাজের বিজ্ঞান (Science of Society),
  - (ii) সামাজিক প্রপঞ্চের বিজ্ঞান (Science of Social Phenomena),
  - (iii) সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান (Science of Social Institution).
  - (iv) সামাজিক সংগঠন এবং সামাজিক পরিবর্তনের বিজ্ঞান (Science of Social Association and Social Change),
  - (v) সামাজিক সম্পর্কের বিজ্ঞান (Science of Social Relationship) প্রভৃতি।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, সমাজবিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যা বস্তুনিষ্ঠ বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবর্তনশীল সমাজ এবং সমাজবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণ তথা পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করে। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্কের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা।

সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি

কোনো বিষয়ের বা কোনো বস্তুর প্রকৃতি বলতে ওই বিষয় বা বস্তুর বৈশিষ্ট্য, স্বরূপ, স্বভাব বা পরিচয়কে বোঝায়। অতএব সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি (Nature of Sociology) বলতে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের বৈশিষ্ট্য, স্বরূপ, স্বভাব বা পরিচয়কে বোঝায়। বাস্তবিকপক্ষে সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞার মধ্যেই সমাজবিজ্ঞানের পরিচয় বা প্রকৃতি ফুটে ওঠে। জ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখারই নিজস্ব প্রকৃতি রয়েছে। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, জ্ঞানের শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞানেরও রয়েছে স্বতন্ত্র প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, যা সমাজবিজ্ঞানকে অন্যান্য শাখা থেকে আলাদা সত্তা (entity) দান করেছে।

নিচে সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

সমাজ সম্পর্কিত বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ : সমাজবিজ্ঞান সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে থাকে। তাই বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত একটি বিজ্ঞান। সামাজিক মানুষের আচার-আচরণ, আদর্শ-মূল্যবোধ, সামাজিক কার্যাবলি, সামাজিক রীতিনীতি কীভাবে পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে ওঠে এবং কীভাবে তা চলমানতা বজায় থাকে এসব নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে গোটা সমাজের মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হয়। তাই সমাজবিজ্ঞানকে সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ বলা হয়।

সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি

সমাজবিজ্ঞান মূলত সমাজের পূর্ণাঙ্গ পাঠ : সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হলো সমাজ। তাই সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজের পূর্ণাঙ্গ পাঠ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি যেখানে সমাজের এক একটা দিক নিয়ে আলোচনা করে সেখানে সমাজবিজ্ঞান সমাজকে ব্যাপকভাবে ও সামগ্রিকভাবে অধ্যয়ন করে। সামাজিক মানুষের আচার-আচরণ, আদর্শ-মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও সামাজিক কার্যাবলি কীভাবে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং কীভাবে এর গতিশীলতা বজায় থাকে তা নিয়ে সমাজবিজ্ঞান সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণে নিশ্চয়তা দেয়। এছাড়াও ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান নিয়েও আলোচনা করে। এজন্য সমাজবিজ্ঞানকে সমাজের পূর্ণাঙ্গ পাঠ বলা হয়।

সমাজ কাঠামো সম্পর্কিত অধ্যয়ন : সমাজবিজ্ঞান মূলত সমাজ কাঠামোর বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন। এক্ষেত্রে সমাজ কাঠামোর ভিত্তি হচ্ছে মানব সম্পর্ক। ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। কাজেই সমাজ কাঠামোকে সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বা মৌল প্রত্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সমাজবিজ্ঞান একটি বিশ্লেষণধর্মী বিজ্ঞান : সমাজবিজ্ঞান সমাজে বসবাসকারী মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ বা বিশ্লেষণ। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (Mutual Interaction) ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করে তথ্যনির্ভর যুক্তির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ ও গবেষণা করে। কেননা মানুষের সামাজিক সম্পর্কগুলো বিচ্ছিন্ন, যুক্তিহীন বা অনর্থক নয়। ওই সম্পর্কগুলোর রয়েছে কার্যকারণ সম্পর্ক। সমাজবিজ্ঞান মানব আচরণের ওই কার্যকারণ সম্পর্কের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে এবং যুক্তির প্রাধান্য দেয়। যার ফলে সমাজবিজ্ঞান হয়ে ওঠে যুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক এবং বিশ্লেষণধর্মী।

সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি

সমাজবিজ্ঞানের মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান : সমাজবিজ্ঞান সমাজ বিশ্লেষণে সমাজের বাস্তবতা তুলে ধরার চেষ্টা করে। সমাজের বাস্তবতা তুলে ধরতে গিয়ে সমাজের কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ, কী হওয়া উচিত, কী হওয়া অনুচিত, কোনটি ঠিক, কোনটি ঠিক নয় ইত্যাদি প্রশ্নে সমাজবিজ্ঞান নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে। সুতরাং বলা যায়, নৈতিকতার প্রশ্নে সমাজবিজ্ঞানকে নিরপেক্ষ বলা যায়। সমাজবিজ্ঞান যেকোনো ঘটনার ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক এসব বিচার করে না বরং সমাজ বিশ্লেষণের বাস্তবতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয় : বৈশিষ্ট্যগত ও পদ্ধতিগত কারণে সমাজবিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলা যায় না। তবে সমাজবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞানে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করে বিভিন্ন সূত্র দেওয়া হয়। সমাজবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো তথ্যের যাচাই-বাছাই, বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুসংহত জ্ঞান অন্বেষণের প্রয়াস চালায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেভাবে ল্যাবে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়, সমাজের প্রত্যয় বা আচরণকে সেভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। তাই বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞান হলেও একে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলা যায় না। এটি একটি পর্যবেক্ষণমূলক সামাজিক বিজ্ঞান।

সামাজিক স্থিতিশীলতা ও গতিশীলতার বিজ্ঞান : সমাজবিজ্ঞান একদিকে সমাজের স্থিতি অবস্থার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে। অন্যদিকে আবার গতিশীলতা বা পরিবর্তনের বর্ণনা বা বিশ্লেষণ করে। অগাস্ট কোঁৎ সামাজিক স্থিতিশীলতা বলতে পরিবার, ধর্ম, শিক্ষা, বিয়ে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনাকে বুঝিয়েছেন। অন্যদিকে গতিশীলতা বলতে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান কীভাবে সময়ের সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে তার আলোচনাকে বুঝিয়েছেন। তাই Auguste Comte (অগাস্ট কোঁৎ) সমাজবিজ্ঞানকে একাধারে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও গতিশীলতার বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন।

সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি

বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান : ব্যাপক অর্থে সমাজবিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করলে বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান হলো মানবসমাজের একটি বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিসিদ্ধ বিচার ও নিয়মভিত্তিক চর্চা। সমাজবিজ্ঞানী কিউবারের (J. F. Cuber) মতে, বস্তুবিষ্ঠতার পথে যেহেতু মূল্যবোধ একটি বাধা, সেহেতু আদর্শিকভাবে মেনে নিয়ে তা থেকে দূরে থাকায় চেষ্টা করতে হবে। যদিও বাস্তবে তা প্রায় অসম্ভব।

গবেষণাধর্মী পাঠ : প্রকৃতিগতভাবে বলা যায় সমাজবিজ্ঞান গবেষণাধর্মী পাঠ। কেননা সমাজবিজ্ঞান সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচার-আচরণ, কার্যাবলি, পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, শিল্পায়ন, নগরায়ণ, বিবাহ, পরিবার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা করে।

তাত্ত্বিক বিজ্ঞান : সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব সৃষ্টির বিজ্ঞানাগার হলো সমাজ। সমাজবিজ্ঞান ব্যবহারিক শাস্ত্র নয়। সমাজবিজ্ঞান তত্ত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে তাত্ত্বিক বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে উঠেছে। সমাজবিজ্ঞানীরা নিত্যনতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো তাত্ত্বিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো।

যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত : সমাজবিজ্ঞান যুক্তির মাধ্যমে সমাজের বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো বাস্তবসম্মত সমাজ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা।

সার্বজনীন সমাজ সম্পর্কিত পাঠ : সমাজবিজ্ঞান হলো সার্বজনীন সমাজ সম্পর্কিত পাঠ। কেননা বিজ্ঞানসম্মতভাবে গবেষণার মাধ্যমে একটি সাধারণ সূত্রে এসে ভবিষ্যতে একই জ্ঞান প্রয়োগ করে সমাজবিজ্ঞান। যেমন— গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো, স্তরবিন্যাস, অপরাধ ইত্যাদি সম্পর্কে সামাজিক সিদ্ধান্তগুলো সকল দেশেই তথা উন্নয়নশীল ও অনুন্নত সকল গ্রামের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রয়োগ করা হয়।

কোন মনীষীকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত করা হয়?

সকল বোর্ড ২২

- ✓ অগাস্ট কোৎ
- খ ইবনে খালদুন
- গ ম্যাকিয়াভেলি
- ঘ হার্বার্ট স্পেন্সার

'The Republic' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

ক কার্ল মার্কস
খ ভিকো
গ এরিস্টটল
✓ প্লেটো

সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় কত সালে?

ঢা বো ১৬,১৯ চ; বো. ১৭,২৩ ,

ক ১৭৯৮

খ ১৮১৮

✓ ১৮৩৯

ঘ ১৯৩৯

সমাজবিজ্ঞানকে বলা হয়-?

সকল বোর্ড

ক মূল্যবোধভিত্তিক বিজ্ঞান

✓ বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান

গ আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান

ঘ ব্যবহারিক বিজ্ঞান

নৃবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী ?

সিলেট বোর্ড

ক সমাজ

খ সম্প্রদায়

✓ মানুষ

ঘ সামাজিকীকরণ

টপিক- MCQ

?

ঢা বো ১৬,১৯ চ; বো. ১৭,২৩ ,

ক ভোগ

খ চাহিদা

✓ উপযোগ

ঘ মালিকানা

❖ 'Socius' শব্দটির অর্থ কী? DiB ' MSB 'RB ' CB ' DB ' BB

উত্তরঃ ল্যাটিন শব্দ Sociua" যার অর্থ সঙ্গী।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

"সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজের বিজ্ঞান" —উক্তিটি কার?

DB 'BB 'DiB 'MSB 'RB 'CB '

উত্তরঃ সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজের বিজ্ঞান— উক্তিটি সমাজবিজ্ঞানী লেস্টার ফ্রাংক ওয়ার্ড এবং উইলিয়াম গ্রাহাম সামনার।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজের বিজ্ঞান— উক্তিটি সমাজবিজ্ঞানী লেস্টার ফ্রাংক ওয়ার্ড এবং উইলিয়াম গ্রাহাম সামনার

ChB 'SB 'JB

উত্তরঃ পরিবেশ সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্ক।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

"সমাজবিজ্ঞান হলো অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান" – সংজ্ঞাটি কার? সকল বোর্ড

উত্তরঃ "সমাজবিজ্ঞান হলো অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান" উক্তিটি সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম-এর।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

“সমাজবিজ্ঞানের জনক কে? CB 'BB

উত্তরঃ সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোঁৎ।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ

টপিক - ০২

আলোচিত বিষয়বস্তু

- সমাজবিজ্ঞানের ধারণা ও প্রকৃতি
- সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু

টপিক ০২ - সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি

সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যে বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছি তা হলো– সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ। সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা। বাস্তবিক অর্থে সমাজবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো গোটা সমাজের নিখুঁত বিশ্লেষণ। এ অর্থে আমরা গোটা সমাজকে সমাজবিজ্ঞানের পরিধি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। একটি প্রায়োগিক বিজ্ঞান এবং সমাজের বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের পরিধি কোথায় শুরু এবং কোথায় শেষ হয়েছে তা বলাও কষ্টসাধ্য। অন্যান্য বিজ্ঞানের চেয়ে সমাজবিজ্ঞানের কর্মপদ্ধতি ব্যাপক ও বিস্তৃত।

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি

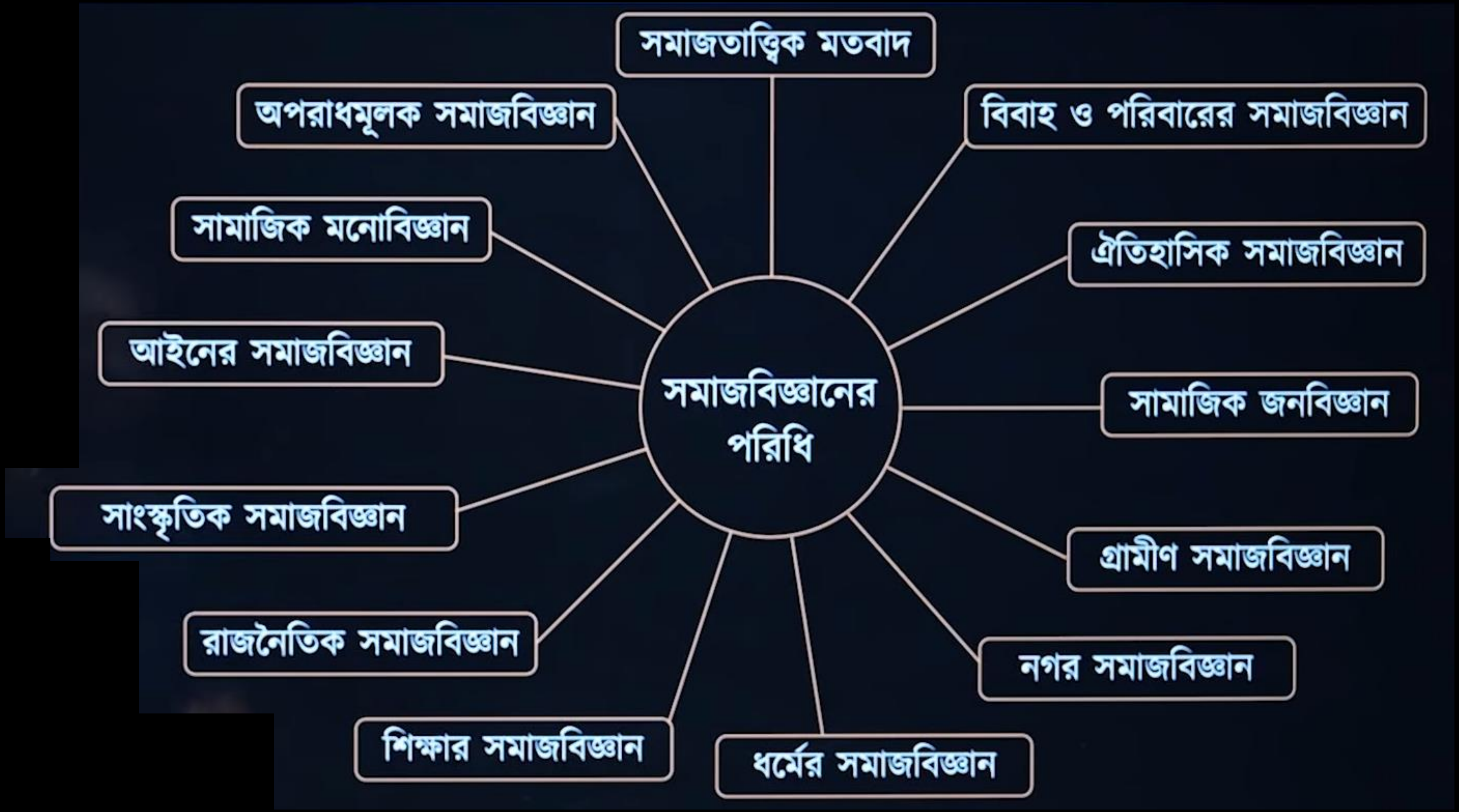

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি

সমাজের বিভিন্ন দিক পঠন-পাঠন এবং গবেষণার জন্য সমাজবিজ্ঞানের যেসব শাখা-প্রশাখার উদ্ভব ঘটেছে তা নিচে আলোচনা করা হলো—

সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ : সমাজবিজ্ঞান সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ (Sociological Theory) সম্পর্কে আলোচনা করে। এছাড়াও সমাজবিজ্ঞান পদ, প্রত্যয়, নীতি এবং সাধারণীকরণ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে। এটি তত্ত্ব গঠনের যৌক্তিক কৌশল এবং পদ্ধতিগত ক্ষেত্রের ওপর আলোকপাত করে। সমাজ কোন নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, সামাজিক পরিবর্তনের নেপথ্যে কোন শক্তি কাজ করছে, সামাজিক সমস্যা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অগাস্ট কোঁৎ, কার্ল মার্কস, এমিল ডুর্খেইম, হার্বার্ট স্পেন্সার, ম্যাক্সওয়েবার প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের দেওয়া তত্ত্ব এ শ্রেণির অন্তর্গত। সমাজকে বিশ্লেষণ করার জন্য সমাজবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত মতবাদ সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত।

ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান : সমাজবিজ্ঞান ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা করে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান (Historical Sociology) প্রাচীন সমাজের উদ্ভব, বিকাশ ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে গবেষণা করে এবং বর্তমান সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। সমাজের অতীত বিষয়াবলি যেমন নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজের প্রাচীন সভ্যতা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোকে প্রদত্ত তত্ত্বসমূহই ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্ব।

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি

বিবাহ ও পরিবারের সমাজতত্ত্ব : পরিবার হলো মানবসমাজের সবচেয়ে আদিম ও ক্ষুদ্রতম সংগঠন। সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো পরিবার। তাই সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পরিবারবিষয়ক সমাজবিজ্ঞান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে মানবসমাজে কীভাবে পরিবারের উৎপত্তি হয়েছে, কীভাবে এর বিকাশ ঘটেছে, সমাজে কোন কোন ধরনের পরিবার দেখা যায় এবং পরিবর্তনশীল পরিবারের কার্যাবলি ও সমস্যা নিয়ে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে। এছাড়াও পরিবারের ধরন, রীতিনীতি ও প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রভৃতি পরিবার সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। পাশাপাশি পরিবার গঠিত হওয়ার মূল ভিত্তি বিবাহ নিয়েও সমাজবিজ্ঞানের এ শাখা পর্যালোচনা করে। আলোচনার এ পর্যায়ে স্থান, কাল, পাত্রভেদে বিবাহের ধরন, প্রকৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয় প্রাধান্য পায়।

সামাজিক জনবিজ্ঞান : সমাজবিজ্ঞান সামাজিক জনবিজ্ঞান (Social Demography) নিয়ে আলোচনা করে। যেমন– জনসংখ্যাতত্ত্ব, জনসংখ্যার কাঠামো, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বণ্টন এবং তার সামাজিক প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে পঠন-পাঠন ও গবেষণা করে। সমাজ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করতে হলে জনবিজ্ঞান পাঠ আবশ্যক। সমাজের অন্যতম প্রধান উপাদান জনসংখ্যা আর এ জনসংখ্যা জনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি

গ্রামীণ এবং নগর সমাজতত্ত্ব : বাংলাদেশের ৭৬% মানুষ গ্রামে বাস করে। গ্রামীণ সমাজের কৃষি, কৃষি কাঠামো, অর্থনীতি, বিবাহ, পরিবার, জ্ঞাতি সম্পর্ক, নেতৃত্ব, ক্ষমতা কাঠামো, মর্যাদা, সমাজ কাঠামো, সামাজিক স্তরবিন্যাস, শ্রেণিবৈষম্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে, এসব বিষয় আলোচনা করার জন্য সমাজবিজ্ঞানের নতুন এক শাখার উদ্ভব হয় আর তা হলো গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান গ্রামীণ সমাজতত্ত্বের পাশাপাশি নগর সমাজতত্ত্ব নিয়েও আলোচনা করে। নগর সমাজের পরিবর্তনের ফলে মানুষ বন্যদশা থেকে সভ্য ও শিল্পায়িত সমাজে এসে পৌঁছেছে। নগর সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো– সমাজ, অর্থনীতি, নেতৃত্ব কাঠামো, ক্ষমতা কাঠামো, মর্যাদা ও স্তরবিন্যাস। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান গ্রামীণ ও নগর সমাজতত্ত্ব, গ্রামীণ সমাজ এবং নগর সমাজ সম্পর্কে অধ্যয়ন করে।

ধর্মের সমাজতত্ত্ব : সমাজবিজ্ঞান ধর্মের সমাজতত্ত্ব (Sociology of Religion) নিয়ে আলোচনা করে। যেমন– ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, ধর্মের সামাজিক গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে। জার্মান দার্শনিক ম্যাক্স ওয়েবার তার 'The Protestant Ethics and Spirit of Capitalism' গ্রন্থে পুঁজিবাদের বিকাশে ধর্মের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ ধর্মের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, জাতি ও গোষ্ঠীগত পার্থক্য এবং শ্রেণিবিভাজন, নিয়মনীতি, প্রথা ইত্যাদি সমাজে পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় রীতিনীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ, ধর্মের প্রকারভেদ, ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ইত্যাদি ধর্মের সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি

শিক্ষার সমাজতত্ত্ব : শিক্ষার সমাজবিজ্ঞান হলো সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। শিক্ষা প্রাচীন সমাজকে নিরক্ষরতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে বর্তমান আধুনিক সমাজের আলোকিত পথে ধাবিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তাই সমাজবিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এই শাখাটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব, শিক্ষার সাথে সামাজিক শ্রেণির সম্পর্ক, সমাজজীবনে শিক্ষার প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব : রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের ঐতিহ্য অতি প্রাচীনকালের হলেও এর স্বতন্ত্র বিকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান সামাজিক পটভূমি, উপযোগিতা, রাজনৈতিক আদর্শসমূহের উদ্ভব ও বিকাশ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক আদর্শ ও আন্দোলন, রাজনৈতিক পরিবর্তন, সরকার এবং রাষ্ট্রের গঠন ও কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়াও রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান বিশদভাবে আলোচনা করে।

আইনের সমাজতত্ত্ব : আইনের সমাজবিজ্ঞান হলো সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা। আইনের সমাজতত্ত্ব (Sociology of Law) সমাজবদ্ধ মানুষের রীতিনীতি ও আইনগত বিষয়াদি পর্যালোচনা করে। আইনের সমাজতত্ত্ব সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া, সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক, আইনগত অধিকার ও কর্তব্য, সমাজে আইনের প্রভাব, কার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে। এছাড়াও সমাজের কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে এবং সমাজের অবস্থার প্রেক্ষাপটে কোন ধরনের আইনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে এবং কোন কোন আইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা আইনের সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি

সমাজ-মনোবিজ্ঞান : সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো সমাজ-মনোবিজ্ঞান (Social-Psychology)। সমাজবিজ্ঞানের এ শাখা মানুষের আচার-আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। তাই তাকে আচরণের বিজ্ঞানও বলা হয়। সমাজবিজ্ঞান সমাজের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে। এটি ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করে। প্রেষণা, ব্যক্তিত্ব, মনোভাব, গোষ্ঠী, নেতৃত্ব, সামাজিকীকরণ, প্রচারণা ইত্যাদি বিষয় সামাজিক মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। এছাড়াও ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তি, ব্যক্তিত্ব শিক্ষণ, মনোভাব, আবেগ, অনুভূতি, নেতৃত্ব, সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের ভূমিকা, জনমত, জনসাধারণ, জনতা, সামাজিক গোষ্ঠী, দল ইত্যাদি বিষয় সামাজিক মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় যা সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান সামাজিক মনোবিজ্ঞান (Social Psychology) সম্পর্কে আলোচনা করে।

সাংস্কৃতিক সমাজতত্ত্ব : আমাদের জীবন প্রণালিই আমাদের সংস্কৃতি। মূলত মানুষের বেঁচে থাকা বা জীবনধারণের কৌশলগুলোর সমন্বয় হলো সংস্কৃতি। সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা হলো সাংস্কৃতিক সমাজতত্ত্ব (Cultural Sociology)। সাংস্কৃতিক সমাজতত্ত্ব বস্তুগত এবং অবস্তুগত সংস্কৃতির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং সমাজজীবনে তার প্রভাব সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষই একমাত্র সংস্কৃতিবান প্রাণী। আধুনিক সমাজব্যবস্থায় উন্নতির ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। এতে করে এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলে আসার সুযোগ পায়। আর এ যোগাযোগের মাধ্যমেই এক অঞ্চলের সংস্কৃতি অন্য অঞ্চলের সংস্কৃতির সাথে পরিচয় ঘটে। এর ফলশ্রুতিতে এক জাতির সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ক্রিয়াকর্ম, রীতিনীতি ইত্যাদি অন্য জাতির ওপর প্রভাব ফেলে। সমাজবিজ্ঞানে সংস্কৃতির ধরন, প্রকৃতি, প্রকারভেদ ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব সহকারে সাংস্কৃতিক সমাজতত্ত্ব আলোচনা করে।

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি

সামাজিক পরিসংখ্যান : সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো সামাজিক পরিসংখ্যান (Social Statistics)। বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ ও ফলাফলের জন্য সমাজবিজ্ঞানকে প্রতিনিয়ত পরিসংখ্যানের সাহায্য নিতে হয়। সামাজিক পরিসংখ্যান সামাজিক প্রপঞ্চ বা ঘটনাসমূহের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ করার পন্থা ও কৌশল সম্পর্কে ব্যাখ্যাদান করে। মূলত সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত হয়ে ওঠার পিছনে সামাজিক পরিসংখ্যানের ব্যাপক ভূমিকা বিদ্যমান।

পরিবেশের সমাজবিজ্ঞান : পরিবেশ সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করা। মানব সমাজের ওপর পরিবেশের যেমন ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে, তেমনি পরিবেশের ওপরও সমাজে বসবাসকারী মানুষের প্রভাব রয়েছে। কাজেই বলা যায়, পরিবেশের ওপর এ উভয়মুখী প্রভাবকে সমতায়ন ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে সংকট সৃষ্টি হবে এবং পৃথিবী বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠবে। তাই এসব বিষয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা করে এর কারণ ও প্রতিকার করাই পরিবেশ সমাজবিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

জেন্ডার উন্নয়ন : বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জেন্ডার উন্নয়ন (Gender Development) সমাজবিজ্ঞানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ক্ষেত্র। বিভিন্ন সমাজ ও পরিবারে নারীর মর্যাদা, অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে এটি পঠন-পাঠন ও গবেষণা করে।

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি

শিল্প সমাজবিজ্ঞান : সমাজবিজ্ঞানের জন্মই হয়েছে শিল্পনির্ভর আর্থসামাজিক পরিমণ্ডলে। তাই শিল্প সমাজবিজ্ঞান (Industrial Sociology) শিল্পায়নের সঙ্গে সমাজ কাঠামোর সম্পর্ক বিশ্লেষণের প্রয়াস পায়। এটি শিল্প বিপ্লব, শিল্পায়ন সমস্যা, শিল্পায়িত সমাজের সমস্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে থাকে। এটি শিল্পকারখানার কর্মরত বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের অধিকার ও স্বার্থ সম্পর্কে সমীক্ষা চালায়।

শিল্পকলার সমাজবিজ্ঞান : শিল্পকলা হচ্ছে সমাজের দর্পণ। শিল্পকলার মধ্যে ফুটে ওঠে সমাজজীবনের বিভিন্ন দিক এবং বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয়। শিল্পকলার সমাজবিজ্ঞান (Sociology of Art) শিল্পকলার সঙ্গে সমাজ কাঠামোর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালায়। বুলবন ওসমানের মতে, টিভি, সিরিয়াল, পত্রিকার সাহিত্য-পাতা ইত্যাদি সবই আজ শিল্পকলার অন্তর্ভুক্ত।

সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব : সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ বলে অভিহিত করা হয়। কেননা সাহিত্যের মাঝেই সমাজের প্রতিফলন ঘটে। সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব (Sociology of Literature) সমাজ ও তার কাঠামোকে জানার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

সমাজ চিন্তা : সমাজবিজ্ঞানে বিভিন্ন মনীষী সমাজ সম্পর্কিত চিন্তাচেতনা এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আর এ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার জন্য সমাজবিজ্ঞানে তাদের অবদান নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি

অপরাধ সমাজবিজ্ঞান : সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো অপরাধ সমাজবিজ্ঞান। অপরাধবিজ্ঞান মূলত অপরাধের বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন। অপরাধ, অপরাধের ধরন, অপরাধের কারণ, অপরাধপ্রবণতা, দারিদ্র্য, কিশোর অপরাধ, ভদ্রবেশী অপরাধ, অপরাধ সংঘটনে পরিবেশের প্রভাব, অপরাধের তত্ত্ব, অপরাধের স্বরূপ, পতিতাবৃত্তি, সামাজিক স্থিতিশীলতা ভেঙে পড়া এবং অপরাধ প্রতিরোধে পরিবার, সমাজ ও প্রশাসনের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় অপরাধ সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও সমাজবিজ্ঞানের আরও অনেক শাখা রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো– সামরিক সমাজতত্ত্ব (Military Sociology), সমর সমাজতত্ত্ব (Sociology of War), লোক সমাজতত্ত্ব (Folk Sociology), গোষ্ঠী সমাজতত্ত্ব (Sociology of a Group) ইত্যাদি। এসব শাখাকে কেন্দ্র করে সমাজবিজ্ঞানের গতিশীল পাঠ আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে। অতএব এ কারণেই ওইসব শাখা-প্রশাখার বিষয়বস্তুও সমাজবিজ্ঞানের পরিধির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু

সমাজবিজ্ঞান হলো জ্ঞানের সেই শাখা যা গোটা সমাজকে বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে। সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অগাস্ট কোঁৎ বলেন, সমাজবিজ্ঞান প্রধানত সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক গতিশীলতা নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়াও তিনি সামাজিক স্থিতিশীলতা বলতে পরিবার, ধর্ম, শিক্ষা, বিবাহ, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনাকে নির্দেশ করেন। আর সামাজিক গতিশীলতা বলতে সমাজের গতিশীল ও ক্রিয়াশীল বিভিন্ন বিষয় যেমন– বিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন, প্রগতি, স্তরবিন্যাস ইত্যাদি নিয়ে আলোচনাকে নির্দেশ করে।

সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু

সমাজবিজ্ঞানী সি. ডব্লিউ. মিলস্ (C. W. Mills) বলেছেন, সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অনুধাবনের জন্য আমাদের প্রয়োজন সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক কল্পনার (Social Imagination) যা আমাদের প্রভাবিত করে সামাজিক শক্তির দ্বারা।
সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে নিচে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো–

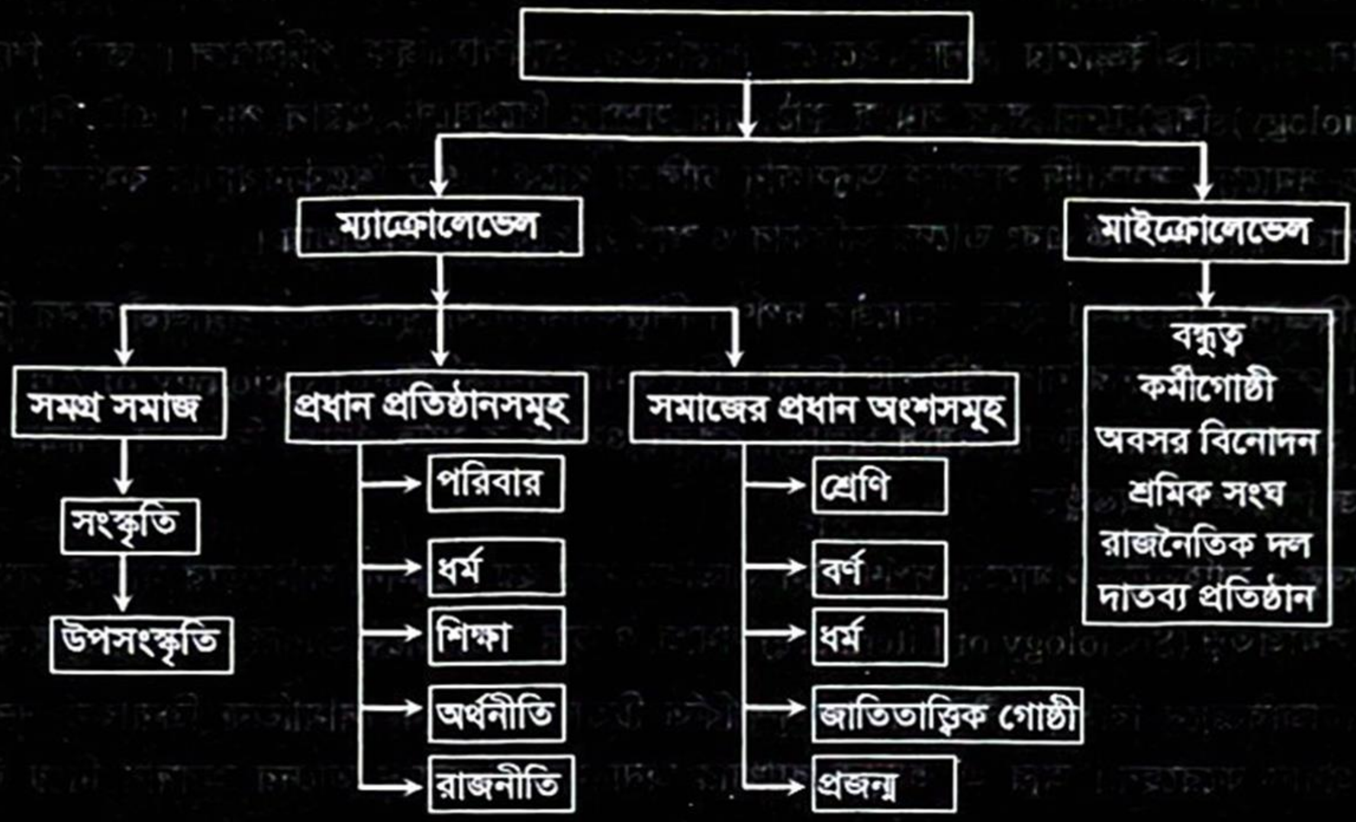

[Source : Betty Yourburg Opcit. P-31]

সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু

সমাজবিজ্ঞানী অ্যালেক্স ইংকলেস, সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে ৪টি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

১. **বিশ্লেষণাত্মক সমাজবিজ্ঞান :** সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, সামাজিক মানবসংস্কৃতি ও সমাজ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে।

২. **গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপাদানসমূহ :** সমাজ, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, সংঘ, সংগঠন, জনসংখ্যা, নগর ও গ্রামীণ সমাজ এবং সমাজ ও সামাজিক কার্যাবলি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপাদনসমূহ যা সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

৩. **মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান :** মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন– পরিবার, শিক্ষা, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। মানবজীবনের সাথে এসব প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

৪. **সামাজিক প্রক্রিয়া :** সামাজিকীকরণ, সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক স্তরবিন্যাস, সামাজিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক সংহতি, মূল্যবোধ, সামাজিক বিচ্যুতি প্রভৃতি সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

?

চা বো ১৬,১৯ চ; বো. ১৭,২৩ ,

7. সমাজবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয়—

i. সমাজ

ii. পশুপাখি

iii. মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

AB '2021

Show Answer & Solution

Answer: B. i ও iii

Solution:

ক ভোগ

খ চাহিদা

✓ উপযোগ

ঘ মালিকানা

?

চা বো ১৬,১৯ চ; বো. ১৭,২৩ ,

8. সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—

ক. মানুষের আচরণে ভালোমন্দ নির্ণয় করা।

খ. মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা।

গ. প্রাণিকুলের আচরণ বিশ্লেষণ করা।

ঘ. সমাজ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা।

AB '2019

Show Answer & Solution

Answer: B. মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা।

ক ভোগ

খ চাহিদা

✓ উপযোগ

ঘ মালিকানা

?

ঢা বো ১৬,১৯ চ; বো. ১৭,২৩ ,

ক ভোগ

খ চাহিদা

✓ উপযোগ

ঘ মালিকানা

3. সমাজবিজ্ঞান মূলত সমাজের পূর্ণাঙ্গ পাঠ —ব্যাখ্যা কর ।

JB '2021 ChB '2021 SB '2021 BB '2019 CB '2019 AB '2016

Show Answer & Solution

Solution:

সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হলো সমাজ। তাই সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজের পূর্ণাঙ্গ পাঠ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি যেখানে সমাজের এক একটা দিক নিয়ে আলোচনা করে সেখানে সমাজবিজ্ঞান সমাজকে ব্যাপকভাবে ও সামগ্রিকভাবে অধ্যয়ন করে। সামাজিক মানুষের আচার-আচরণ, আদর্শ-মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও সামাজিক কার্যাবলি কীভাবে পারস্পারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং কীভাবে এর গতিশীলতা বজায় থাকে তা নিয়ে সমাজবিজ্ঞান সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণে নিশ্চয়তা দেয়। এছাড়াও ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান নিয়েও আলোচনা করে। এজন্য সমাজবিজ্ঞানকে সমাজের পূর্ণাঙ্গ পাঠ বলা হয় ।

16. কৃষির ওপর নির্ভরশীল থাকা 'ক' অঞ্চলে বেশকিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে -উঠায়, মানুষের জীবন-জীবিকায় বেশ পরিবর্তন এসেছে। পুরাতন পেশা ছেড়ে মানুষ নতুন নতুন পেশায় যুক্ত হচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রত্যহ কর্মের সন্ধানে মানুষ এলাকাটিতে এসে ভিড় জমাচ্ছে। কিছু মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলেও অনেক মানুষই কর্মহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চুরি, ছিনতাই ও ছোটখাটো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডও সংঘটিত হতে দেখা যাচ্ছে ইদানীংকালে ।

ক. পরিবেশ সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কী?

খ. সমাজবিজ্ঞান মূলত সমাজের পূর্ণাঙ্গ পাঠ— ব্যাখ্যা কর ।

গ. উদ্দীপকে সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য কোন পরিধির সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. “সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যতীত এলাকাটির উন্নয়ন সম্ভব নয়”— উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর ।

JB '2021 ChB '2021 SB '2021

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ

টপিক – ০৩

আলোচিত বিষয়বস্তু

- সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা

টপিক ০৫ - সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

টপিক ০৫ - সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা

একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে। সে অবধি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনুশীলনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমাজবিজ্ঞানের চর্চা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি আলোচনার মাধ্যমে আমরা সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি। সমাজবিজ্ঞান যেহেতু সমাজ কাঠামো এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক, ভূমিকা ও কার্যাবলি সম্পর্কে পঠন-পাঠন ও গবেষণা করে সেহেতু সমাজবিজ্ঞান পাঠে কৌতূহলী পাঠকমাত্রই জ্ঞানার্জন করতে পারে। ফলে এর পাঠক একজন আত্মসচেতন ও শ্রেণিসচেতন সামাজিক সদস্য হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা নিচে আলোচনা করা হলো–

সমাজ সম্পর্কে জানতে : সমাজ সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সমাজবিজ্ঞান পাঠ করতে হবে। অর্থাৎ মানব সমাজ কী, সমাজ কেন এবং কীভাবে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে এগিয়ে যায়— এ সংক্রান্ত সঠিক ও নির্ভুল তথ্য জানতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় মানুষের সামগ্রিক বিষয়াবলি পূর্ণাঙ্গভাবে জানা সম্ভব হবে না।

সমাজস্থ মানুষ সম্পর্কে জানতে : শুধু সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানলাভই যথেষ্ট নয়, সমাজে বসবাস করতে হলে মানুষ তথা তাদের আচার-আচরণ, রীতিনীতি, জীবনপ্রণালি ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হবে। কেবলমাত্র সমাজবিজ্ঞানই এগুলোর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। অতএব, সমাজবিজ্ঞান পাঠের কোনো বিকল্প নেই।

টপিক ০৫ - সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা

সামাজিক শ্রেণি কাঠামো সম্পর্কে জানতে : মানুষ সমাজে বসবাস করতে গিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন পেশা, শ্রেণি, লিঙ্গ, বর্ণতে বিভক্ত হয়। ফলে সমাজে উদ্ভব হয় নানাবিধ জটিল সমস্যার। সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে এ সমস্যাবলির কারণ এবং কীভাবে এ থেকে মুক্ত হওয়া যায় সে সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা লাভ করা যায়। অতএব, সামাজিক শ্রেণিকাঠামো সম্পর্কে জানতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠ করা প্রয়োজন।

সামাজিক ঘটনাবলি অনুধাবনে : প্রতিনিয়ত সমাজে বিভিন্ন ঘটনার সৃষ্টি হচ্ছে। এগুলোর কোনোটি সমাজজীবনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে আবার কোনোটি সৃষ্টি করে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকলে এসব সামাজিক ঘটনাবলির সঠিক রূপ ও ফলাফল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। অতএব সামাজিক ঘটনাবলি অনুধাবন করতে হলে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে হবে।

ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা জানতে : ব্যক্তি মানুষ হিসেবে সমাজে বসবাস করতে গেলে সমাজে তার ভূমিকা কী হবে, সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনায় ব্যক্তির কী কী করণীয় তা সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের মাধ্যমে জানা যায়। অতএব, সমাজবিজ্ঞান পাঠের আবশ্যকতা রয়েছে। সমাজবিজ্ঞান পাঠে সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে জানা যায়।

সামাজিক পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি জানতে : সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তনশীল সমাজের পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে ধারণা থাকলে অতি সহজেই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তাই সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সাহায্য করে। অতএব সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে হলে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জানতে : সমাজবিজ্ঞান সামাজিক সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। সমাজে যা কিছু ঘটে তার এক বা একাধিক সামাজিক কারণ থাকতে পারে। সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান প্রত্যেকটি ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক অনুধাবনে সচেষ্ট হয়। এজন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠ প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। সমাজবিজ্ঞান পাঠ না করলে সামাজিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

সমাজ কাঠামোর বৃহত্তর দিকগুলো সম্পর্কে জানতে : সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে সমাজ কাঠামোর বৃহত্তর দিকগুলো সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচিত হয়। ফলে সমাজজীবনের মৌল বৈশিষ্ট্য, সমাজজীবনের ওপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব, সামাজিক অগ্রগতির প্রক্রিয়া, সামাজিক আন্দোলন এবং বিপ্লবের উৎস ও পরিণাম, শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এসব বিষয় সমাজবিজ্ঞান পাঠে জানা সম্ভব।

সমাজের কার্যাবলি সম্পর্কে জানতে : বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম যেমন— রাজনীতি, ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদি পরিচালনার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান বিশেষভাবে সাহায্য করে। তাই সমাজের যেকোনো কার্যাদি সার্থকভাবে সমাধান করতে হলে সমাজকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানা প্রয়োজন। আর সমাজকে জানতে অবশ্যই সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে হবে।

সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি সম্পর্কে জানতে : মানুষ সমাজে বসবাস করতে গিয়ে অচেতনভাবেই বিভিন্ন প্রথা ও রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সমাজবিজ্ঞান ব্যক্তি ও সমাজজীবনে এসব দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে। কাজেই সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা সম্পর্কে অবগত হতে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন আবশ্যক।

সংঘ সম্পর্কে জানতে : সুনির্দিষ্ট কোনো এক বা একাধিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে যখন কিছু সংখ্যক লোক সমষ্টিবদ্ধ হয় তাকে সংঘ বলে। যেমন— ট্রেড ইউনিয়ন, শিক্ষক সমিতি ইত্যাদি। এ সংঘ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা একমাত্র সমাজবিজ্ঞানেই হয়ে থাকে।

টপিক ০৫ - সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা

সামাজিক উন্নয়নে : সাধারণত কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানার্জন ও তার প্রয়োগ অপরিহার্য। কেননা সামাজিক জ্ঞান না থাকলে সমাজকে তার বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ নতুন পরিকল্পনার সাথে সাথে সমাজব্যবস্থায় যে নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি হবে তার সাথে পুরাতন মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। এটিই স্বাভাবিক। সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান স্বাভাবিকভাবে তা থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে : সমাজের সাথে রাজনৈতিক বিষয়াবলির রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এজন্য বহুদিন ধরেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা প্রচলিত রয়েছে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সমাজজীবনকে অনেক সময় বিপদগ্রস্ত করে তোলে। এজন্য একটি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায়ও সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

সামাজিক পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে জানতে : প্রাকৃতিক কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল বা এলাকায় বিভিন্ন সমাজ, সম্প্রদায় ও জাতির উদ্ভব হয়েছে। সমাজবিজ্ঞান বিভিন্ন দেশের সমাজ ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করে থাকে। এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজব্যবস্থায় কখন কী পরিবর্তন হচ্ছে তা সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে সহজেই জানা সম্ভব।

সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে : অতি সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যাপকতা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সারা বিশ্বের যে উদ্বেগ, উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি হয়েছে তার মূল উদ্‌ঘাটনে সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান ব্যবহৃত হচ্ছে। কেননা যেকোনো সমস্যার মূল উদ্‌ঘাটনে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অতএব, সমাজের প্রত্যেক সদস্যের সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানার্জন একান্ত অপরিহার্য।

টপিক ০৫ - সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা

সামাজিক উন্নয়নে : সাধারণত কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানার্জন ও তার প্রয়োগ অপরিহার্য। কেননা সামাজিক জ্ঞান না থাকলে সমাজকে তার বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ নতুন পরিকল্পনার সাথে সাথে সমাজব্যবস্থায় যে নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি হবে তার সাথে পুরাতন মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। এটিই স্বাভাবিক। সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান স্বাভাবিকভাবে তা থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে : সমাজের সাথে রাজনৈতিক বিষয়াবলির রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এজন্য বহুদিন ধরেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা প্রচলিত রয়েছে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সমাজজীবনকে অনেক সময় বিপদগ্রস্ত করে তোলে। এজন্য একটি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায়ও সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

সামাজিক পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে জানতে : প্রাকৃতিক কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল বা এলাকায় বিভিন্ন সমাজ, সম্প্রদায় ও জাতির উদ্ভব হয়েছে। সমাজবিজ্ঞান বিভিন্ন দেশের সমাজ ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করে থাকে। এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজব্যবস্থায় কখন কী পরিবর্তন হচ্ছে তা সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে সহজেই জানা সম্ভব।

সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে : অতি সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যাপকতা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সারা বিশ্বের যে উদ্বেগ, উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি হয়েছে তার মূল উদ্‌ঘাটনে সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান ব্যবহৃত হচ্ছে। কেননা যেকোনো সমস্যার মূল উদ্‌ঘাটনে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অতএব, সমাজের প্রত্যেক সদস্যের সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানার্জন একান্ত অপরিহার্য।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান হলো সমাজ সম্পর্কে অধ্যয়নের একটি তাত্ত্বিক বিজ্ঞান, যা অন্যান্য বিজ্ঞান হতে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। মানব সমাজের প্রতিটি স্তর সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সমাজ ও সমাজজীবনের সার্বিক দিক সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানার জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠের কোনো বিকল্প নেই।

?

ঢা বো ১৬,১৯ চ; বো. ১৭,২৩ ,

ক ভোগ

খ চাহিদা

✓ উপযোগ

ঘ মালিকানা

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ

টপিক - ০১

আলোচিত বিষয়বস্তু

- সমাজবিজ্ঞানের ধারণা
- সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি
- সমাজবিজ্ঞানের পরিধি
- সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু
- সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা
- সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির পটভূমি

টপিক ০৫ - সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির পটভূমি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

টপিক ০৬ - সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির পটভূমি

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটে। আর উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তৎকালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলে চিহ্নিত অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূতত্ত্ববিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের পরিধিমুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বলা যায়, "Sociology is the youngest of all social sciences." (সমাজবিজ্ঞান সকল সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ)।

উনিশ শতকে সমাজবিজ্ঞানের জন্ম হলেও এর একটি দীর্ঘ প্রেক্ষাপট রয়েছে। তবে এ দীর্ঘ সময়ে ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক নিদর্শন পর্যাপ্ত নয়। এ প্রসঙ্গে Robert Bierstedt তার 'Social Order' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "Sociology has a long past but only a short history."

সমাজবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন সাম্প্রতিককালের হলেও সমাজ একটি আদি প্রতিষ্ঠান। সমাজ গঠনের শুরু থেকেই মানুষ তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সমাজচিন্তায় মনোনিবেশ করে। তাই সমাজচিন্তার ইতিহাস সমাজের মতোই প্রাচীন। এ সমাজচিন্তাই সমাজবিজ্ঞানের পটভূমি তৈরির মধ্য দিয়ে একে সমৃদ্ধ করেছে।

সমাজবিজ্ঞানী মরিস জিন্সবার্গ (M. Ginsberg) তার 'Reason and Unreason' (1947 : 2) গ্রন্থে সমাজবিজ্ঞান উদ্ভবের মূলে চারটি মৌল উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "Sociology has had a fourfield origin in political philosophy, the philosophy of history, biological theories of evolution and the movements of social and political reform which found it necessary to undertake surveys of social conditions."

অনেকের মতে, দু'টি বিশেষ প্রবৃত্তি-সংস্কার ও সমাজ উন্নতির প্রতি আগ্রহ এবং ইতিহাস দর্শনের প্রতি কৌতূহল থেকে সমাজবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে সমাজবিজ্ঞান রাজনৈতিক দর্শন, ইতিহাসের দর্শন, জীববিজ্ঞানের বিবর্তন তত্ত্ব এবং সামাজিক জরিপ এ চারটি মৌল উপাদান থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। নিম্নে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো—

১. রাজনৈতিক দর্শন (Political Philosophy)

রাজনৈতিক দর্শন সমাজবিজ্ঞান উদ্ভবের মূলে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। প্রাচীন গ্রিক নগররাষ্ট্রের নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ও অসংগতি হতে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে থেলিস, ডেমোক্রিটাস, সক্রেটিস এবং বিশেষ করে প্লেটো ও অ্যারিস্টটল প্রদত্ত রাজনৈতিক দর্শনের সমাজতাত্ত্বিক মূল্য সমাজবিজ্ঞান উদ্ভবের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

২. ইতিহাসের দর্শন (Philosophy of History)

ইতিহাসের দর্শন হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দার্শনিক ইবনে খালদুন চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতিহাসের গতিধারা সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ দেন। তার দর্শন অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভবকে ত্বরান্বিত করে। ইতিহাস দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিতদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন Saint Pierre, G. Vico, Montesquieu, Volttaire, জার্মানির Herder, স্কটল্যান্ডের Ferguson, Miller, Robertson প্রমুখ দার্শনিক। Vico (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) তার 'The New Science' গ্রন্থে ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি এবং সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গভীর ও বস্তুনিষ্ঠ ধারণার অবতারণা করেন। ফলে পাশ্চাত্য সমাজে অনেকে Vico-কেই সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করেছেন। মন্টেস্কু তার 'The Spirit of Laws' গ্রন্থের মাধ্যমে সমাজ বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে হেগেল, সেন্ট সাইমন, অগাস্ট কোঁৎ, কার্ল মার্কস প্রমুখ মনীষীর চিন্তাধারায় ইতিহাসের দর্শন প্রতিফলিত হয়। অগাস্ট কোঁৎ বিশ্বাস করতেন, সমাজবিজ্ঞান হবে এমন একটি বিজ্ঞান যা প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজ, সামাজিক সমস্যাবলি, এর পরিবর্তন, বিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে সুশৃঙ্খল পর্যবেক্ষণ, পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত এবং নানাবিধ শ্রেণিকরণের ভিত্তিতে। এসময় সামাজিক দার্শনিকগণ সমাজের বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের পরিবর্তে সমাজ কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে অধিক গুরুত্বারোপ করেন। এ পর্যায়ে এমন একটি বিজ্ঞানের প্রয়োজন অনুভূত হয় যে বিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠভাবে সমাজের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরবে। এ প্রয়োজন পরিপূর্ণ করতেই সমাজবিজ্ঞানের জন্ম হয়। এ শিশু সমাজবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত ও পরিণত করতে হার্বার্ট স্পেন্সার, এমিল ডুর্খেইম, ম্যাক্স ওয়েবার, ভি. প্যারেটো, কার্ল মার্কস প্রমুখ দার্শনিকের অবদান সবচেয়ে বেশি।

৩. **জীববিজ্ঞানের বিবর্তন তত্ত্ব (Biological Theories of Evolution)**

জীববিজ্ঞানে ব্যবহৃত বিবর্তনবাদী তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির মূলে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এ তত্ত্বের প্রবর্তক ডারউইন। সমাজবিজ্ঞানীগণ দেখলেন যে, সমাজজীবনেও বিবর্তনবাদী তত্ত্ব দারুণভাবে প্রযোজ্য। সমাজকে জীবদেহের সাথে তুলনা করে যারা এর বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাদের মধ্যে মর্গান, হার্বার্ট স্পেন্সার, ওয়েস্টার মার্ক প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব সমাজবিজ্ঞানী জীবজগতের সাথে সমাজের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখাতে সক্ষম হন যে, সমাজ কীভাবে From simple to complex প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত হচ্ছে। মার্কস-এর সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায়ও বিবর্তনবাদের প্রভাব দেখতে পাই।

বিবর্তন হলো এমন একটি জীববৈজ্ঞানিক ধারণা যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জীবের গাঠনিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্রমপরিবর্তন। বিবর্তনের প্রবক্তা চার্লস ডারউইন। চার্লস ডারউইন ১৮৫৯ সালে 'Origin of Species' গ্রন্থে বিবর্তনতত্ত্বের বিস্তারিত প্রকাশ করেন। বিবর্তনের ভিত্তি হচ্ছে বংশপরম্পরায় জিনের সঞ্চারণ। বিবর্তন হচ্ছে বিভিন্ন প্রাণী এবং উদ্ভীদের শারীরিক অবস্থায় ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যাকারী তত্ত্ব। বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীর সকল প্রাণী এবং উদ্ভিদ এককোষীয় মাইক্রো-অর্গানিজম থেকে এসেছে। ডারউইন জীবজগতের বিবর্তন ধারা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, জীবনযুদ্ধে যোগ্যরাই টিকে থাকে এবং দুর্বল ও অক্ষমেরা প্রকৃতির নিয়মে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৪. সামাজিক জরিপ (Social Servey)

সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির মূলে সামাজিক জরিপের অবদান অপরিসীম। সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, জনমত যাচাই প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামাজিক জরিপের বিকল্প নেই। সামাজিক জরিপের মধ্য দিয়ে সমাজ সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ এবং গবেষণা সহজতর হয়। তাই সামাজিক জরিপকে সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম উৎসভূমি বলা যেতে পারে। Sir F. M. Idden, Condoreet, Quetelet-এর বিভিন্ন রচনাবলির মাধ্যমে সামাজিক জরিপ সমাজবিজ্ঞানের পটভূমিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

?

চা বো ১৬,১৯ চ; বো. ১৭,২৩ ,

ক	ভোগ
খ	চাহিদা
✓	উপযোগ
ঘ	মালিকানা

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ

টপিক - ০১

আলোচিত বিষয়বস্তু

- সমাজবিজ্ঞানের ধারণা
- সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি
- সমাজবিজ্ঞানের পরিধি
- সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু
- সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা
- সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির পটভূমি
- সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ

টপিক ০৭ - সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

টপিক ০৭ - সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির পটভূমি

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে। তবে সমাজ সম্পর্কে চিন্তার ইতিহাস সমাজের মতোই অতি প্রাচীন এবং দীর্ঘদিনের। মূলত পাশ্চাত্যের শিল্প-বিপ্লবকালে সমাজবিজ্ঞানের জন্ম। একটি পূর্ণাঙ্গ এবং স্বতন্ত্র সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের আত্মপ্রকাশ করার পিছনে কতিপয় চিন্তাবিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রয়েছে–

প্লেটো ও অ্যারিস্টটল (Plato and Aristotle) : বিভিন্ন যুগের বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের অবদান বিশ্লেষণ করে পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে সমাজ সম্পর্কে ধারাবাহিক চিন্তাভাবনা লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো [৪২৭–৩৪৭ খ্রিষ্টপূর্ব] এবং অ্যারিস্টটল-এর [৩৮৪–৩২২ খ্রিষ্টপূর্ব] নাম প্রণিধানযোগ্য। প্লেটো তার 'Republic' গ্রন্থে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজ মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করেন। তিনি সমাজ সম্পর্কে যেসব তত্ত্বের অবতারণা করেছেন তা মূলত যুক্তিনির্ভর। যদিও তা অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবতা বিবর্জিত। প্লেটোর অন্যতম সুযোগ্য ছাত্র অ্যারিস্টটল তার 'Politics' গ্রন্থে প্লেটোর তুলনায় অনেকটা বাস্তবভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, "মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব।" প্লেটোর ন্যায় অ্যারিস্টটলের মতবাদও সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজ মনস্তাত্ত্বিক। গ্রিক দার্শনিকদ্বয়ের সমাজ পর্যালোচনার প্রচেষ্টা এবং একটি আদর্শ সমাজের পরিকল্পনা জ্ঞান রাজ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল।

ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli) : বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে জাগরণ আসে তা মধ্যযুগ এবং তৎপরবর্তী কালের চিন্তাবিদদের রচনায় লক্ষ করা যায়। ইতালীয় চিন্তাবিদ ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli) তার 'The Prince (1513)' গ্রন্থে মানব চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির সুপারিশ করেন এবং রাজনীতি থেকে ধর্ম এবং নৈতিক মূল্যবোধকে পৃথক রাখার প্রস্তাব দেন। ম্যাকিয়াভেলী মানব চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহবাদী ছিলেন এবং মানব চরিত্র চিত্রায়নে দার্শনিক হবস-এর (Hobbes) ন্যায় অনেক অপ্রিয় সত্য কথা বলতেও তিনি দ্বিধা করেননি। সমাজ এবং মানব চরিত্র সম্পর্কে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ম্যাকিয়াভেলীকে আধুনিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় চিন্তাবিদ হিসেবে গণ্য করা হয়।

টমাস ম্যুর (Thomas Moore) : ম্যাকিয়াভেলীর সমসাময়িককালের একজন বিশিষ্ট আদর্শবাদী চিন্তাবিদ টমাস ম্যুর। তিনি ১৫১৫ সালে Utopia নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। মূলত 'The Prince' গ্রন্থের বিপরীতমুখী বক্তব্য এতে স্থান পায়। তদুপরি বলা যায়, Utopia গ্রন্থটি দৈনন্দিন সামাজিক সমস্যা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখে। কারণ টমাস ম্যুর প্রাকৃতিক আইনের সামাজিক ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন।

ভিকো (Vico) : সমাজ চিন্তাবিদ ভিকো (Vico) সমাজ বিবর্তনের নিয়ম এবং ধারা বিশ্লেষণের জন্য সামাজিক পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি তার 'The New Science' গ্রন্থে সমাজ বিবর্তনের ধারায় তিনটি যুগ লক্ষ করেন। যুগগুলো হলো– ১. দেবতার যুগ (Age of Gods), ২. বীরযোদ্ধাদের যুগ (Age of Heroes) এবং ৩. মানুষের যুগ (Human Age)।

ইবনে খালদুন (Ibn Khaldun) : মধ্যযুগের বিশিষ্ট মুসলিম চিন্তাবিদ ইবনে খালদুন (১৩৩২–১৪০৬) সমাজচিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ অবদান রেখেছেন। তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুকাদ্দিমায়' সমাজের গতিপ্রকৃতি এবং সমাজজীবনের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের প্রভাব পর্যালোচনা করেছেন। ইবনে খালদুন সমাজজীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন– সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, সামাজিক সংহতি ইত্যাদি। মধ্যযুগে জন্মগ্রহণকারী এ মনীষীকে জার্মান সমাজচিন্তাবিদ কার্ল মার্কসের পূর্বসূরি বলে অনেক বস্তুবাদী লেখক গণ্য করেছেন।

সাইমন ও অগাস্ট কোঁৎ (Simon and Auguste Comte) : ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী সেন্ট সাইমন মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের জন্য এক নতুন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন এবং সমাজ বিকাশ ও সমাজ পরিবর্তনের সূত্রের একটি রূপরেখা প্রদান করেন। সেই সূত্র অনুসরণ করে তারই ছাত্র ও অনুগামী Auguste Comte (অগাস্ট কোঁৎ) সমাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উল্লেখ্য, সেন্ট সাইমনকে তার অবদানের জন্য 'সমাজবিজ্ঞান' ও 'সমাজতন্ত্রের' অন্যতম আদি প্রবক্তা বলে গণ্য করা হয়।

সেন্ট সাইমনের সুযোগ্য ছাত্র ফরাসি দার্শনিক অগাস্ট কোঁৎ (Auguste Comte) ঐতিহ্যগতভাবে সমাজবিজ্ঞানের জনক বা প্রতিষ্ঠাতা বলে পরিচিত। সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভবের পিছনে তাঁর চিন্তাধারা তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। তিনিই প্রথম সমাজচিন্তাবিদ যিনি ১৮৩৯ সালে সর্বপ্রথম 'Sociology' শব্দটি চয়ন করেন।

সমাজকে জানার জন্য অগাস্ট কোঁৎ একটি অনন্যসাধারণ বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। সমাজ সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে অগাস্ট কোঁৎ 'Social Physics' বা সামাজিক পদার্থবিদ্যা নামে আখ্যা দেন। পরবর্তীতে অবশ্য তিনি বিষয়টিকে Sociology বা সমাজবিজ্ঞান নামে অভিহিত করেন। অগাস্ট কোঁৎ মনে করেন, সমাজবিজ্ঞান হবে এমন একটি বিজ্ঞান যেখানে এককভাবে সামাজিক সমস্যা, ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যাবে। অর্থাৎ তার প্রস্তাবিত বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে সামাজিক প্রপঞ্চসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। ১৮৩০ থেকে ১৮৪২ সালের মধ্যে ছয় খণ্ডে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Positive Philosophy' প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি মানবচিন্তা ও সমাজ বিকাশের তিনটি পর্যায়ের (Three Stages) নাম উল্লেখ করেন। যেসবের মাধ্যমে মানব সমাজের বিবর্তন ঘটে। মূলত অগাস্ট কোঁৎ মানবজ্ঞানের তিনটি স্তর এবং প্রতিটি স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক এক ধরনের সমাজের অবস্থার বর্ণনা দেন। অগাস্ট কোঁতের মতে, মানবজ্ঞান বিকাশের তিনটি স্তর রয়েছে। যেমন—

১. ধর্মতাত্ত্বিক স্তর (Theological Stage),
২. অধিবিদ্যার স্তর,(Metaphysical Stage) এবং
৩. দৃষ্টিবাদী স্তর (Positive Stage)।

অগাস্ট কোঁতের সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান ধারণা হচ্ছে উপরে বর্ণিত তার প্রদত্ত সমাজবিকাশের তিনটি পর্যায়ের সূত্র (Law of three stages)। তিনি মনে করেন, মানবচিন্তা ঐতিহাসিকভাবে ধর্মতাত্ত্বিক স্তর থেকে অধিবিদ্যার স্তর অতিক্রম করে দৃষ্টিবাদী স্তরে উপনীত হয়েছে। মানবচিন্তা বিকাশের উক্ত তিনটি স্তরকে অগাস্ট কোঁৎ যথাক্রমে আদিম ও প্রাচীন (Primitive & Ancient) সমাজ, মধ্যযুগীয় তথা সামন্তবাদ (Feudalism) এবং উনিশ শতকের আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছেন। অগাস্ট কোঁতের মতে, মানবজ্ঞানের ধর্মতাত্ত্বিক স্তরে মানুষ সর্বপ্রাণবাদ (Animism) থেকে ধীরে ধীরে একেশ্বরবাদে (Monotheism) বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। অগাস্ট কোঁৎ তার উক্ত চিন্তার বশবর্তী হয়েই মানবতার ধর্মের (Religion of Humanity) ধারণাটির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যদিও তা সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি। মূলত অগাস্ট কোঁতের মানবজ্ঞানের বিবর্তনভিত্তিক সমাজ বিকাশের তিনটি পর্যায় পার হয়ে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তার স্তরে মানুষের পদযাত্রা এক অপরিহার্য পরিণতি।

চার্লস ডারউইন (Charles Darwin) : চার্লস ডারউইন তার 'The Origin of Species' গ্রন্থে সর্বপ্রথম জীবজগতের বিবর্তন ধারা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, জীবনযুদ্ধে যোগ্যরাই টিকে থাকে এবং দুর্বল ও অক্ষমেরা প্রকৃতির নিয়মে বিলুপ্ত হয়ে যায়। জীবনের বিকাশে জীবনযুদ্ধে হেরে গিয়ে অনেক জীবই বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং সকল সক্ষম জীব হিসেবে মানুষই বিবর্তনের ধারায় আত্মপ্রকাশ করেছে। ডারউইনের এ মতবাদ সামাজিক বিবর্তন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) : মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব ব্যক্তিত্বের গড়ন ও বিকাশ তত্ত্ব এবং আধুনিক সভ্যতার কুফল সম্পর্কিত তত্ত্ব, ব্যক্তির আচরণ ও সমাজ সমীক্ষায় মূল্যবান অবদান রয়েছে। তার মতে, মানুষের মধ্যে তিনটি সত্তা বিদ্যমান। যেমন— (i) ইড (Id), (ii) ইগো (Ego) এবং (iii) সুপার ইগো (Super Ego)। সত্তাগুলো সর্বদা ক্রিয়াশীল। ইড হলো ব্যক্তিত্বের সেই প্রাথমিক উপাদান যা বাস্তব এবং নীতিবিবর্জিত। ইডের তাড়নায় মানুষ যখন যা ইচ্ছা তাই করার প্রয়াস পায়। অর্থাৎ ইড হলো লাগামহীন তৃষ্ণার বহিঃপ্রকাশ। এর পিছনে যৌক্তিকতা, বাস্তবতাবোধ, ন্যায়-অন্যায় বা নৈতিকতাবোধ নেই। অন্যদিকে, ইগো হলো ব্যক্তিত্বের সেই উপাদান যার বাস্তবতার জ্ঞান আছে অথচ তা নৈতিকতা সম্পর্কে উদাসীন। ইগো ইডকে বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞানদান করলেও নৈতিকতা সম্পর্কে নীরব থাকে। অপরপক্ষে সুপার ইগো হলো মানব আচরণের সেই সত্তা যা মানুষের স্পৃহা ও কার্যাবলির নৈতিক দিক মূল্যায়ন করে। মানবমনে বিদ্যমান এ ত্রিসত্তার ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে বলে ফ্রয়েড দাবি করেন।

ফ্রয়েড মনে করেন, যার মধ্যে ইড ও ইগো বেশি ক্রিয়াশীল এবং সুপার ইগো দুর্বল তিনি তার কাজকর্মে নৈতিকতার মান বজায় রাখতে পারেন না। আবার যে ব্যক্তির মধ্যে সুপার ইগো প্রাধান্য পাবে সে ব্যক্তি নীতিবহির্ভূত কোনো কাজে অগ্রসর হবে না। এভাবেই ব্যক্তির মধ্যে ইড, ইগো ও সুপার ইগোর মাত্রাগত পার্থক্যের ওপরই ব্যক্তির আচরণ অনেকটা নির্ভর করে। উল্লেখ্য, সমাজবিজ্ঞান মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করে। এ কারণেই ফ্রয়েডের চিন্তা সমাজবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে।

টপিক ০৭ - সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির পটভূমি

ডুর্খেইম ও ম্যাক্স ওয়েবার (Durkheim and Max Weber) : সামাজিক বিজ্ঞানের একটি পৃথক শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভবের পিছনে ফরাসি চিন্তাবিদ ডুর্খেইম (Durkheim) এবং জার্মান অর্থনীতিবিদ ম্যাক্স ওয়েবারের (Max Weber) অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডুর্খেইম তার গ্রন্থে সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীকে (Group) একটি গবেষণা একক হিসেবে গুরুত্ব প্রদান করেন। অপরপক্ষে ম্যাক্স ওয়েবার সেখানে ব্যক্তিকে সমাজ গবেষণার একক হিসেবে চিহ্নিত করেন। ওয়েবার আমলাতন্ত্রের ও নেতৃত্বের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রদান করে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী বলে বিবেচিত হন। তিনি ক্ষমতা, মর্যাদা ও ভূমিকা বিশ্লেষণ দ্বারা সামাজিক স্তরবিন্যাস পাঠে মৌলিক অবদান রাখেন।

মর্গান (Morgan) : ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত 'Ancient Society' গ্রন্থে লুইস হেনরি মর্গান (Lew's Henry Morgan) সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমাজকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে তার পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের ধারা তৈরি করেন। তিনি মনে করেন, মানব সমাজ কালের ধারায় বিবর্তিত হয়ে বর্তমান (সভ্যতা) রূপ ধারণ করেছে। তার মতে, সমাজ বিবর্তিত হয় তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে। যথা– ১. বন্যদশা (Savagery), ২. বর্বরদশা (barbarism) ও ৩. সভ্যদশা (Civilization)।

টেইলর (Tylor) : নৃবিজ্ঞানী টেইলরের মতে, সংস্কৃতি হলো ইতিহাসের বিজ্ঞান, যা সাংস্কৃতিক প্রগতির দর্শনের তিনটি স্তর তথা আদিমতা, বর্বরতা ও সভ্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি আরও বলেন, সাংস্কৃতিক প্রগতির তিনটি সার্বজনীন স্তর রয়েছে। তবে তিনি এগুলোকে ইতিহাসের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করেননি; বরং এগুলোকে পূর্বের অবস্থা পুনঃনির্মাণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

সবশেষে বলা যায়, উপর্যুক্ত আলোচক ও চিন্তাবিদদের রচনা, চিন্তাধারা, সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বস্তুত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষী প্রদত্ত সমাজতাত্ত্বিক মতবাদসমূহ সমাজবিজ্ঞান বিকাশে বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করেছিল।

টপিক ০৭ - সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির পটভূমি

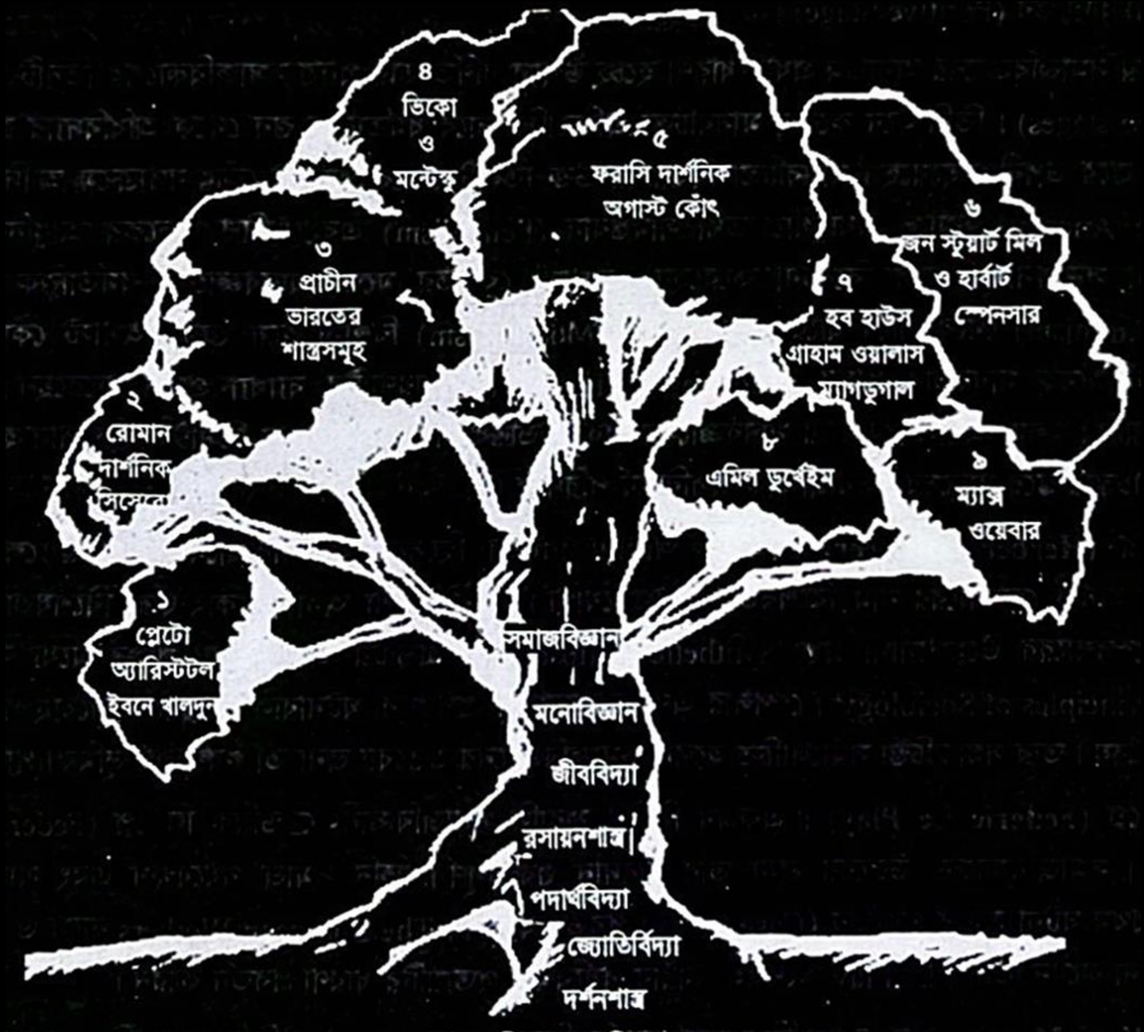

সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ বৃক্ষ

টপিক ০৭ - সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির পটভূমি

?

ঢা বো ১৬,১৯ চ; বো. ১৭,২৩ ,

ক ভোগ

খ চাহিদা

✓ উপযোগ

ঘ মালিকানা

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

THANK YOU